বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

গণমানুষের ব্যাংক
dcamlco@krishibank.org.bd
Phone: ০২২২৩৩৮৪৪৮৬

প্রকা/এএমএল-আরএমডি-৫(ব্যপঅ)/২০২৩-২৪/২৫৬৬ তারিখ- ০৪/০১/২০২৪

০১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
০২। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
০৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৫। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অঙ্গীকার।

মহোদয়,

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (AML/CFT) আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম পরিপালনীয় বিষয়। স্বচ্ছ ও স্পন্দনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রধান অনুষঙ্গ। অবৈধভাবে অর্জিত কোন সম্পদ বৈধ করার প্রচেষ্টাই মানিলন্ডারিং। এর মাধ্যমে অন্যায়লব্ধ সম্পদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি মেলে। সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান আর্থিক ব্যবস্থার নানান ঝুঁকি প্রশমনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম একটি শুদ্ধতার স্কেল। স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রতিটি আর্থিক লেনদেনকে শুদ্ধতার এ মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়। নিশ্চিত করতে হয় এর অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক মূল্যকে। ফলে টেকসই অর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বেশ চ্যালেঞ্জিং। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে AML/CFT বিষয়ক আইন, বিধিবিধান, সার্কুলার ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। পাশাপাশি আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সময়োচিত সমন্বয় সাধন করতে হবে। এ সংক্রান্ত সামান্যতম ভুল ব্যাংককে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। ক্ষুণ্ন করতে পারে এর ভাবমূর্তি। এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধেরও সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং বছরের শুরু থেকেই AML/CFT বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক এর যথাযথ বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এক্ষেত্রে করণীয় নিম্নরূপ:

১. **গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ সংক্রান্ত :** বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক অত্র ব্যাংকের মোট নিয়মিত গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদির ৮১.৪৬% (গ্রাহকের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, নমিনীর নাম, মোবাইল নং) বিএফআইইউ এর GoAML এ আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি দ্রুততম সময়ে যথাযথভাবে হালনাগাদকরণপূর্বক BFIU বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. **গ্রাহক হিসাবের KYC :** মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণপূর্বক গ্রাহক পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই বাছাই করতে হবে। হিসাব খোলার ক্ষেত্রে অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম, TP, KYC Profile সঠিকভাবে পূরণসহ লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে ঝুঁকি অনুযায়ী গ্রাহকের শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহকভেদে Simplified Due Diligence (SDD), Enhance Due Diligence (EDD) ইত্যাদি পরিপালনীয় বিষয়াদি সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর KYC হালনাগাদ করতে হবে।

৩. **Sanction Screening :** UNSCR রেজুলুশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি/সংগঠনের নামের তালিকা সম্পর্কে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা লেনদেন সংঘটনের সময় এ সংক্রান্ত তালিকা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. **লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) :** কোন গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময় তার আর্থিক সামর্থ্য যথাযথভাবে যাচাই বাছাইপূর্বক গ্রাহকের লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক গ্রাহকের অতীত লেনদেনের (৬/১২ মাসের লেনদেন) উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট লেনদেনের ধরণ নিরূপণ করবে। ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত লেনদেনের ধরণে উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন দেখা গেলে তা অনুসন্ধানপূর্বক TP সংশোধন করবে অথবা সন্দেহ হলে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করবে। তবে গ্রাহক হয়রানির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

চলমান পাতা-২

৫. **BAMLCO হালনাগাদকরণ** : শাখা কর্তৃক যথোপযুক্ত কর্মকর্তাকে BAMLCO হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শাখার BAMLCO মনোনয়ন হালনাগাদ রাখতে হবে। পাশাপাশি শাখার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

৬. **প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner)** : যে কোন ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয় এবং যিনি পক্ষে হিসাব পরিচালনা করেন তাদের উভয়েরই যাবতীয় আইনানুগ তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. **ভাসমান গ্রাহক (Walk-in customer)** : ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাসমান গ্রাহক (Walk-in customer) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনকারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬, তাং-১৬/০৬/২০২০ এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক Simplified Due Diligence (SDD) প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৮. **Structuring** : অনেক সময় গ্রাহক কর্তৃক CTR যোগ্য লেনদেন এড়িয়ে চলার জন্য CTR সীমার মধ্যে লেনদেন করার প্রবণতা দেখা যায়, যা Structuring নামে পরিচিত। সে জন্য দিন শেষে গ্রাহকের লেনদেন মনিটরিং করার নিমিত্ত Cash, Online Transaction, ATM থেকে পরিচালিত লেনদেনসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে।

৯. **STR/SAR রিপোর্টকরণ** : শাখার পর্যালোচনায় গ্রাহকের কোন লেনদেন কিংবা আচরণ সন্দেহজনক হিসেবে পরিলক্ষিত হলে তা যথাক্রমে STR বা SAR হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। STR সনাক্তকরণে শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে CTR পর্যালোচনা করতে হবে।

১০. **PEPs, IPs সংক্রান্ত** : PEPs, IPs এর হিসাব খোলার সময় গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা (Enhance Due Diligens-EDD) গ্রহণ করতে হবে। PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সময় প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১১. **করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং** : যে সব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি, সে সব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার বিষয়ে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি, রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারকি করা হয় কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কোনো Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

১২. **বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (Trade Based Money Laundering)** : বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের বিষয়ে অধিকতর সচেতন থাকতে হবে। সে মোতাবেক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য যাচাই, Vessel & Container Tracking, সন্দেহজনক লেনদেন পর্যালোচনা, সরবরাহকারী/রপ্তানিকারকের ক্রেডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি শাখা/প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. **ফরেন রেমিট্যান্স** : ফরেন রেমিট্যান্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী ও বেনিফিশিয়ারীর সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। রেমিট্যান্সের সংখ্যা বা পরিমান ইত্যাদি পর্যালোচনায় কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে, সেক্ষেত্রে STR বা SAR হিসেবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪. **অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং/বেটিং** : অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং/গেমিং/বেটিং ও ক্রিপ্টোকারেন্সী লেনদেন বা হুন্ডি কার্যক্রমে অপরাধীরা যাতে ব্যাংককে ব্যবহার না পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. **Self Assesment রিপোর্ট** : মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম মূল্যায়নে শাখা নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিতে Self Assesment প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। উল্লিখিত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করবে। তৎপ্রেক্ষিতে উদঘাটিত কোন সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব না হলে তা উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করবে।

১৬. **আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি** : মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে গঠিত AML/CFT বিষয়ক আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিকেবি'র কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর নির্দেশনার আলোকে অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের মধ্যে ন্যূনতম ৩টি শাখা পরিদর্শনপূর্বক এতদসংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে CCC বরাবর প্রেরণ করবে।

চলমান পাতা-৩

১৭. **অডিট বিভাগের দায়িত্ব :** নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ শাখা নিরীক্ষাকালে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম নিরীক্ষা করবে এবং এতদসংক্রান্ত শাখার Independent Testing Procedure (ITP) প্রতিবেদন নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রণয়ন করবে। এছাড়া, শাখা হতে প্রাপ্ত Self Assesment প্রতিবেদন যাচাই করে কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

১৮. **ব্যাংক হিসাব সম্পর্কিত চাহিত তথ্যাদি :** আদালত, বাংলাদেশ ব্যাংক, দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস (সরকারী পাওনা আদায় সম্পর্কিত) ইত্যাদি আইনানুগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত ব্যাংক হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. **AML/CFT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :** চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যাংকের সকল পর্যায়ের নির্বাহী/কর্মকর্তাগণের জন্য AML/CFT বিষয়ক সময়াবদ্ধ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে বিকেবি স্টাফ কলেজে পরিচালিত মাঠ কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি এতদ্‌বিষয়ে ব্যাংকের নিরীক্ষা বিভাগকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

২০. **AML/ CFT বিষয়ক রেটিং উন্নয়ন :** ব্যাংকের সকল পর্যায়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত পরিপালন কার্যক্রম নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যাংকের AML/ CFT বিষয়ক রেটিং সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে দেশ হারায় জিডিপি, সমাজ হারায় স্থিতিশীলতা, মানুষ হারায় নৈতিকতা। সৃষ্টি হয় আর্থিক বৈষম্যের। সমাজে দেখা দেয় ভারসাম্যহীনতা ও ন্যায়পরায়ণহীন। ব্যাহত হয় দেশের টেকসই অগ্রগতি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমে আমাদের ভূমিকা হতে হবে অগ্রণী। এক্ষেত্রে অবস্থান হবে 'জিরো টলারেন্স'। সতর্কতা ও আপোষহীনতা হবে আমাদের হাতিয়ার। পাশাপাশি গ্রাহকের বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণেও হতে হবে সংবেদনশীল।

সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে বিবেককে জাগ্রত করে স্বচ্ছতার আয়নায় আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আমরা শুদ্ধ করবই। কোন অন্যায় কাজের হাতিয়ার হিসেবে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-কে ব্যবহৃত হতে দেব না।

নতুন বছর-২০২৪ এর শুরুতে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ শওকত আলী খান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রকা/এএমএল-আরএমডি-৫(ব্যপঅ)/২০২৩-২৪/২৫৬৬ তারিখ- ০৪/০১/২০২৪

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি</u> ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক/অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি।
০৪। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপমহাব্যবস্থাপক,আইসিটি সিস্টেম বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি বিকেবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। নথি/মহানথি।

০৪/০১/২০২৪

(এ.ফ এম এ রহিম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ও
উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(DCAMLCO)